সময়

১২-১০-২০১৮

‘প্লেজারিজম মহামারি আকার ধারণ করেছে’

একাডেমিক ও গবেষণার ক্ষেত্রে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ও গবেষণা চৌর্যবৃত্তি (প্লেজারিজম) মহামারী আকার ধারণ করেছে। জনগণের সচেতনতার পাশাপাশি সরকারের উচিত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে প্রকৃত মেধার সম্মান করা। লাইব্রেরি ও ইন্টারনেটভিত্তিক চৌর্যবৃত্তি সনাক্তকারী প্রতিষ্ঠান ‘টার্নইটইন ইন্ডিয়া’ -এর ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত ‘কনক্লেভ অন অ্যাকাডেমিক অ্যান্ড রিসার্চ ইনট্রিগিটি’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন অর্থনীতিবিদ, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা প্রফেসর ড. আকবর আলি খান।

সেমিনারে শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে নৈতিকতা বৃদ্ধি ও সদাচরণ, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে মানসম্মত গবেষণা প্রস্তুতসহ প্রযুক্তিগত সহায়তায় প্লেজারিজম বন্ধের কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন দেশসেরা তাত্বিক ও গবেষকবৃন্দ।

বৃহস্পতিবার (১২ অক্টোবর) সকালে অনুষ্ঠিত সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য এসএন কৈরি।

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নৈতিকতার মানদণ্ড নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকোনমিক্স অ্যান্ড সোশাল সায়েন্সের প্রফেসর ড. এটিএম নুরুল আমিন। তিনি বলেন,

‘চিন্তার বৈকল্য, লেখনী শক্তির দুর্বলতা, মেধাহীনতার কারণে প্লেজারিজমের মতো ঘটনা ঘটছে।’ এই অর্থনীতিবিদ মনে করেন, গবেষণা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ালে দক্ষ গবেষক বের হয়ে আসবে।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড জাস্টিস’র (সিপিজে) এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মনজুর হাসান (ওবিই) বলেন, ‘উন্নয়ন ও সুশাসন এক সাথে ঘটলে সমাজে বিদ্যমান অসততা দূর হওয়া সম্ভব। সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, ‘অ্যাকাডেমিক ও গবেষনার ক্ষেত্রে সততার চর্চা স্কুল-কলেজ থেকেই শুরু হওয়া উচিত।’

ট্রার্নইনইট ইন্ডিয়া ইডুকেশনাল প্রাইভেট লিমিটেডের দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের ডিরেক্টর অশিম সাচদেব বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ বাড়াতে পারলে অ্যাকাডেমিক ও গবেষণা ক্ষেত্রে চৌর্যবৃত্তি কমে আসবে। এক্ষেত্রে পরিবার ও প্রতিষ্ঠান সবাইকে এক সাথে কাজ করতে হবে। গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক কিংবা প্রকাশক একটু সচেতন হলে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে এ ধরনের চৌর্যবৃত্তি রোধ করতে পারেন।’